গাংনী নির্বাহী কর্মকর্তা প্রীতম সাহার প্রশংসায় ডিসি সিফাত মেহনাজ

গাংনীর মানুষেরজান মালের নিরাপত্তা, শিক্ষার মান উন্নয়ন, মাদকমুক্ত গাংনী উপহার দিতে সর্বক্ষণ কাজ করছেন গাংনী উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তাব প্রীতম সাহা। গাংনীর সর্বস্তরের মানুষ সহযোগীতা করলে একটি সুন্দর ও সম্ভাবনাময় গাংনী উপহার দিতে পারবে বলে আমি বিশ্বাস করি।

গাংনীর ইএনও সম্পর্কে আস্থা নিয়ে এসব কথা বলেন মেহেরপুরের নবাগত জেলা প্রশাসক সিফাত মেহনাজ। আজ বৃহস্পতিবার বিকালে গাংনীতে অনুষ্ঠিত এক মতবিনিময় সভায় এসব কথা বলেন। গাংনী উপজেলা প্রশাসনের আয়োজিত নবাগত জেলা প্রশাসক সিফাত মেহনাজকে অভিনন্দন ও পরিচিতি সভার আয়োজন করেন।

গাংনী উপজেলা নির্বাহী অফিসার প্রীতম সাহার সভাপতিত্বে প্রধান অতিথি ছিলেন মেহেরপুর নবাগত জেলা প্রশাসক সিফাত মেহনাজ। জেলা প্রশাসক বলেন, আমার যোগদানের ১৫ দিনে প্রীতম সাহার সাথে আমার যতবার কথা হয়েছে সে সময়ে কোন সময় নিজের কথা বলেনি। গাংনীর মানুষের কথা বলেছে।

অনুষ্ঠানে গাংনী উপজেলা ভুমি কর্মকর্তা মো: সাদ্দাম হোসেন,গাংনী থানার অফিসার ইনচার্জ তাজুল ইসলাম,গাংনী উপজেলার ভিভিন্ন অফিসের কর্মকর্তা,বীর মুক্তিযোদ্ধা, জনপ্রতিনিধি শিক্ষক, ছাত্র প্রতিনিধি, সাংবাদিকবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

মেহেরপুরের প্রাথমিক বিদ্যালয়

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[

ম্যানুফ্যাকচারিংয়ে উচ্চ শিক্ষার জন্য চিন গেলেন আলিফুজ্জামান

এয়ার ক্রাফট ম্যানুফ্যাকচারিং বিষয়ে উচ্চ শিক্ষার জন্য চিন গেলেন মেহেরপুরের কৃতি সন্তান আলিফুজ্জামান। আলিফুজ্জামান

মেহেরপুরের মুজিবনগর উপজেলার মোনাখালী গ্রামের ডিপ্লোমা প্রকৌশলী হাসানুজ্জামানের সাগরের একমাত্র সন্তান।

সম্প্রতি চিনের শেনইয়াং এরোস্পেস ইউনিভার্সিটির উদ্দেশ্যে চিনের একটি বিমানযোগে দেশ ছাড়েন তিনি।

আলিফুজ্জামান ঢাকা বোর্ড থেকে এসএসসিতে জিপিএ ৫ পান। পরে তিনি এসিবি কলেজ এরোস্পেস থেকে ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ারিং পাশ করেন।

আলিফুজ্জামানের পিতা ডিপ্লোমা প্রকৌশলী হাসানুজ্জামান সাগর তার ছেলের উজ্জল ভবিষ্যতের জন্য মেহেরপুরের সকলের কাছে দোয়া কামনা করেছেন।

মেহেরপুর কেমিস্ট এণ্ড ড্রাগিস্ট সমিতির সভাপতি হলেন রিনু

বাংলাদেশ কেমিস্ট এণ্ড ড্রাগিস্ট সমিতির (বিসিডিএস) মেহেরপুর জেলা শাখার নির্বাহী কমিটির সকল সদস্য পদত্যাগ করে আহবায়ক কমিটির সভাপতি হিসেবে মো. রিনুকে দায়িত্ব প্রদান করা হয়েছে।

বুধবার জেলা কেমিস্ট এণ্ড ড্রাগিস্ট সমিতির কার্যালয়ে সমিতির পদত্যাগী সভাপতি আনারুল মিয়ার সভাপতিত্বে এক সভা অনুষ্ঠিত হয়।

সভায় নির্বাহী কমিটির সকল সদস্য একযোগে পদত্যাগ করেন। একই সঙ্গে রুশি ফার্মেসির মালিক মো, রিনুকে আহবায়ক কমিটির সভাপতি হিসেবে দায়িত্ব প্রদান করেন।

মেহেরপুর কেমিস্ট এণ্ড ড্রাগিস্ট সমিতির এক বিজ্ঞপ্তি এ তথ্য জানানো হয়েছে। সেখানে বলা হয়েছে, আহবায়ক কমিটির সভাপতি কমিটি পুনর্গঠনের জন্য তিন মাস অথবা প্রয়োজনীয় সময় নিতে পারবেন। পদত্যাগী নির্বাহী কমিটির কোন সদস্য আহবায়ক কমিটিতে থাকতে পারবেন না। তিনি তিনি থানার যে কোন সদস্যকে বিনা বেতনে আহবায়ক কমিটির সদস্য করতে পারবেন। একই সঙ্গে আহবায়ক কমিটির সভাপতি অর্থ ও প্রশাসনিক ক্ষমতা ব্যবহার করতে পারবেন।

পদত্যাগী সদস্যরা হলেন সভাপতি আনারুল মিয়া, সিনিয়র সহসভাপতি সাদেকুজ্জামান খান, সহসভাপতি নাজমুল হুদা, আব্দুল লতিব, নির্বাহী সদস্য সাইদুর রহমান, আমিনুল ইসলাম, আব্দুর রাজ্জাক, সামসুল হুদা , শহিদুল ইসলাম, মিলন হোসেন, এনামুল হক, মহি উদ্দিন, মতিউর রহমান, রাকিবুল ইসলাম।

কবি নজরুল শিক্ষা মঞ্জিলের প্রধান শিক্ষকের বিরুদ্ধে নানা অভিযোগ

শিক্ষকদের বেতন ও বোনাস বকেয়া, অর্থ আত্মসাৎ, নিয়োগ বানিজ্য, স্বেচ্ছাচারীতা, দুর্নীতি ও নানা অপকর্মের অভিযোগ তুলে ফুঁসে ওঠেছেন মেহেরপুরের কবি নজরুল শিক্ষা মঞ্জিলের শিক্ষক কর্মচারী ও শিক্ষার্থীরা। এ নিয়ে গত রবিবার বিদ্যালয় প্রাঙ্গণে বিক্ষোভ মিছিল ও মানববন্ধন করেছে শিক্ষার্থীরা।

অভিযোগ সুত্রে জানা যায়, কবি নজরুল শিক্ষা মঞ্জিলের প্রধান শিক্ষক সানজিদা ইসলাম সাবেক জনপ্রশাসন মন্ত্রীকে একটা বড় অংকের উৎকোচ দিয়ে বিদ্যালয়ে যোগদান করেন। বিদ্যালয়ে যোগদানের পর থেকেই তিনি হয়ে উঠেন অসীম ক্ষমতাধর ও স্বেচ্ছাচারী। একক

হাজার ৭শ ৫০ টাকা শিক্ষক কর্মচারীদের বেতন দিয়েছেন বাকি ২৭ হাজার ২শ ৫০ টাকা দৈনিক আদায় বইতে ব্যাংকে জমা দেখিয়েছেন কিন্তু উক্ত টাকা জমা না দিয়ে আত্মসাৎ করেছেন। ২৮/০৬/২৩ থেকে ০৬/১১/২৩ তারিখ পর্যন্ত পাঁচটি চেকের মাধ্যমে জনতা ব্যাংক হিসাব নম্বর ৩২৮ থেকে ৭ লক্ষ ৫০ হাজার টাকা উত্তোলন করে আত্মসাৎ করেছেন।

এ বিষয়ে শিক্ষকেরা জেলা প্রশাসক ও জেলা শিক্ষা অফিসার বরাবর একটি অভিযোগ পত্র দিয়েছেন।

প্রধান শিক্ষক সানজিদা ইসলাম বলেন, করোনাকালীন সময়ে স্কুলের আয় না হওয়ায় শিক্ষকদের বেতন দেওয়া সম্ভব হয়নি। জমি-জমার টাকার বিষয়ে আমি কিছু জানি না। নিয়োগের বিষয়ে মন্ত্রী মহোদয় (জনপ্রশাসন মন্ত্রী) সভাপতি ছিলেন, উনি যা বলেছেন আমি তাই করেছি। মন্ত্রীর বাইরে আমার কোন কাজ করার ক্ষমতা ছিলো না।

জেলা শিক্ষা কর্মকর্তা আব্বাস উদ্দিন জানান, অভিযোগের বিষয়ে তদন্ত হবে। তদন্তে যদি কেউ দোষী প্রমানিত হয় তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

সাবেক ভূমিমন্ত্রীর সম্পদ ফিরিয়ে দিতে বাংলাদেশকে ব্রিটিশ এমপির চিঠি

সাবেক ভূমিমন্ত্রী সাইফুজ্জামান চৌধুরীর ব্রিটেনে থাকা সম্পদ জব্দ করে বাংলাদেশকে ফিরিয়ে দেওয়ার অনুরোধ জানিয়েছেন ব্রিটিশ এমপি আপসানা বেগম।

মঙ্গলবার (২৪ সেপ্টেম্বর) ন্যাশনাল ক্রাইম এজেন্সির মহাপরিচালক গ্রায়েম বিগারের কাছে লেখা এক চিঠিতে তিনি এসব সহায়-সম্পত্তির বিষয়ে ন্যাশনাল ক্রাইম এজেন্সি (এনসিএ) কী কী ব্যবস্থা নিয়েছে তা জানতে চেয়েছেন।

আপসানা চিঠিতে উল্লেখ করেন- বাংলাদেশের সাবেক এই মন্ত্রীর এসব

সম্পত্তিতে দুর্নীতি এবং অর্থনৈতিক অপরাধের সংশ্লিষ্টতা থাকতে পারে।

চিঠিতে আপসানা বলেছেন, সম্প্রতি বাংলাদেশের ছাত্র নেতৃত্বাধীন গণঅভ্যুত্থানে নিরাপত্তারক্ষাকারী বাহিনীর দমনপীড়নে কয়েকশত মানুষ নিহত হন। এরপর সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বাংলাদেশ ছেড়ে চলে যান। নতুন সরকার গঠিত হওয়ার পর ব্যাপক দুর্নীতির তদন্ত শুরু করেছে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ। আমি বিশ্বাস করি বাংলাদেশের সাবেক ভূমিমন্ত্রী সাইফুজ্জামান চৌধুরী ইতোমধ্যেই করসংক্রান্ত বিষয়ে তদন্তের অধীনে রয়েছেন। বাংলাদেশের দুর্নীতি দমন কমিশন (দুদক) অর্থ-আত্মসাতের অভিযোগের বিষয়ে তদন্ত করছে এবং দাবি করেছে, সাইফুজ্জামান চৌধুরী যুক্তরাজ্যে মিলিয়ন মিলিয়ন ডলার পাচার করেছেন।

তিনি আরও বলেন, এইচএম ল্যান্ড রেজিস্ট্রি এবং ইউকে কোম্পানি হাউসের রেকর্ডগুলোর বিষয়ে ফাইন্যান্সিয়াল টাইমসের এক পর্যবেক্ষণে দেখা গেছে, সাইফুজ্জামান চৌধুরীর নিয়ন্ত্রিত সংস্থাগুলো কমপক্ষে ২৮০টি সম্পত্তি রয়েছে, যার বাজার মূল্য প্রায় ১৫ কোটি পাউন্ড। আল-জাজিরার তদন্তে জানা গেছে, সাইফুজ্জামান চৌধুরী আমার নির্বাচনী এলাকা পপলার ও লাইমহাউসে ৭৪টি সম্পত্তির মালিক হয়েছেন।

ব্রিটিশ ওই এমপি লিখেছেন, আমি বিশ্বাস করি, প্রশ্নবিদ্ধ এসব সম্পত্তি বাংলাদেশের। সেগুলো বাংলাদেশের জনগণের কাছে ফিরিয়ে দেওয়া উচিত, যাতে তারা গণতন্ত্র ও নিজেদের স্বার্থে পরিচালিত একটি সমাজের জন্য কাজ করতে পারে। দুর্নীতি দীর্ঘদিন ধরে বাংলাদেশের জীবন মান, কর্মস্থলের অধিকার ও গণতান্ত্রিক স্বাধীনতার ওপর নেতিবাচক প্রভাব ফেলছে।

এনসিএ মহাপরিচালকের উদ্দেশে তিনি বলেন, সাইফুজ্জামান চৌধুরীর সম্পদ জব্দ করে ফিরিয়ে দেওয়া শুধু বাংলাদেশের মানুষের ন্যায্যতা প্রাপ্তি ও তাদের ভবিষ্যৎ অধিকার সংরক্ষণের জন্য গুরুত্বপূর্ণই নয়, বরং যুক্তরাজ্যের সুনাম ও আন্তর্জাতিক রেকর্ড অক্ষুণ্ন রাখার জন্যও অপরিহার্য।

সূত্র: কালবেলা

[redacted]

[redacted]

সংবাদ সম্মেলনে অন্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন, উপজেলা বিএনপির যুগ্ম সম্পাদক রোকোনুজ্জামান রোকন, মহাজনপুর ইউনিয়ন বিএনপির সাধারণ সম্পাদক আশরাফুল ইসলাম কালু, দারিয়াপুর ইউনিয়ন বিএনপির সাংগঠনিক সম্পাদক নাসির উদ্দিন, উপজেলা যুদলের আহবায়ক আবুল হাসান, সদস্য সচিব আনোয়ারুল ইসলাম, জেলা ছাত্রদলের সভাপতি আকিব জাভেদ সেনজিরসহ উপজেলা বিএনপি, যুবদল, ছাত্রদল, সেচ্ছাসেবকদল, কৃষকদলসহ উপজেলা বিএনপির অংগঠনের নেতৃবৃন্দ।

এ ব্যাপারে ডিলার মুজিবুর রহমান জানান, যথাযথ নিয়ম মেনে আমি দীর্ঘদিন ধরে চালের ডিলার শিপের দায়িত্ব পালন করে আসছি। চাল চুরির কোন ঘটনা হয়নি। আমি সরকারি গোডাউন থেকে চাল উত্তোলন করে গোডাউনে মজুদ করে, পরবর্তীতে সুবিধাভোগীর কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে।

চাল চুরির ঘটনা সম্পর্কে মুজিবনগর উপজেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রণ কর্মকর্তা এম এম ইকবাল হোসেন বলেন, আমি ডিলারের সাথে লিখিতভাবে বিষয়টি জানতে চেয়েছি। ডিলার একটি লিখিত বক্তব্য দিয়েছে। আমরা একজন অফিসারকে তদন্তের দায়িত্ব দিয়েছি। তারা রিপোর্ট দিলে ঘটনার সঠিক তথ্য জানতে পারবো।

এব্যাপারে মুজিবনগর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তার কাছে জানতে চাইলে তিনি বলেন, আমি এই ব্যাপারে সুবিধাভোগী কোন ব্যাক্তির অভিযোগ পাইনি। তবে আজিমউদ্দিন নামের একব্যাক্তির অভিযোগ পেয়েছি। তদন্ত করে দেখা হচ্ছে।

অধ্যাপক হিসেবে পদোন্নতি পেলেন আবদুল্লাহ আল আমিন ধুমকেতু

মেহেরপুরের কৃতি সন্তান মেহেরপুর সরকারি মহিলা কলেজের ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ আবদুল্লাহ আল আমিন অধ্যাপক হিসেবে পদোন্নতি লাভ করেছেন। আবদুল্লাহ আল আমিন ১৯৭৩ সালের ১ জানুয়ারি মেহেরপুরের গাংনী

উপজেলার সাহারবাটি গ্রামে এক সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি আকবর হায়দার ও জাহানারা বেগম দম্পতির সন্তান। তিনি একাধারে লেখক, লোক গবেষক, প্রাবন্ধিক, সাহিত্যিক হিসেবে ব্যাপক পরিচিত।

আবদুল্লাহ আল আমিন ১৯৮৭ সালে গাংনী পাইলট মাধ্যমিক বিদ্যালয় থেকে এস এস সি, ১৯৮৯ কুষ্টিয়া সরকারি কলেজ থেকে এইচএসসি, ১৯৯২ সালে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় থেকে রাষ্ট্রবিজ্ঞানে অনার্স, ১৯৯৩ সলে একই বিশ্ববিদ্যালয় থেকে মাস্টার্স ডিগ্রি অর্জন করেন।

আবদুল্লাহ আল আমিন ১৮ তম বিসিএ এর মাধ্যমে প্রভাষক হিসাবে মেহেরপুর সরকারি কলেজে শিক্ষকতা জীবন শুরু করেন। তিনি চুয়াডাঙ্গা সরকারি মহিলা কলেজ দায়িত্ব পালনকালীন সময়ে সহকারী অধ্যাপক। এবং ২০১৪ বগুড়া শাহ সুলতান কলেজে কর্মরত অবস্থায় সহযোগী অধ্যাপক হিসাবে পদোন্নতি পান। পরে সেখান থেকে মেহেরপুর সরকারি কলেজে দীর্ঘদিন চাকরি করার পর সম্প্রতি তিনি উপাধাক্ষ হিসেবে মেহেরপুর সরকারি মহিলা কলেজে যোগদান করেন। এবং সেখানে ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন। সোমবার তিনি অধ্যাপক হিসাবে পদোন্নতি লাভ করেন।
১ পুত্র ও ১ কন্যা সন্তানের জনক আবদুল্লাহ আল আমিনের পিতা আকবর হায়দার এবং পিতামহ বানি আমিন বিশ্বাস শিক্ষকতা পেশায় নিয়োজিত ছিলেন। শিক্ষক পরিবারের এই কৃতি সন্তান অধ্যাপক পদে পদোন্নতি লাভ করায় বিভিন্ন মহলের পক্ষ থেকে তাকে শুভেচ্ছা জানানো হয়েছে।

তিনি মূলত প্রাবন্ধিক ও অনুসন্ধিৎসু গবেষক। সমাজ-সংস্কৃতিমনস্ক ও ঐতিহ্যসন্ধানী। তাঁর চর্চা ও অনুসন্ধিৎসার বিষয় সাহিত্য-ব্যক্তিত্ব, আঞ্চলিক ইতিহাস, লোকধর্ম ও লোকজ সংস্কৃতি। গবেষক হিসেবে কাজ করেছেন বাংলা একাডেমি ও এশিয়াটিক সোসাইটিতে। উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ: আজাদ শাহের পদাবলী (২০০৯), ব্রাত্যজনের রবীন্দ্রনাথ ও অন্যান্য প্রসঙ্গ (২০১২), বাংলাদেশের লোকজ সংস্কৃতি: মেহেরপুর (২০১৩) ধর্মনিরপেক্ষতা ও বাঙালির সম্প্রীতি সাধনা ও ভাটপাড়া নীলকুঠি ও উনিশ শতকের বাংলাদেশ।

মেহেরপুরে নন এমপিও শিক্ষা প্রতিষ্ঠান শিক্ষক কর্মচারী পরিষদের স্মারকলিপি প্রদান

স্বীকৃতিপ্রাপ্ত চলমান সকল নন এমপিও শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এমপিও ভুক্ত করণের দাবিতে মেহেরপুরে স্মারকলিপি প্রদান ও মানববন্ধন অনুষ্ঠিত হয়েছে।

নন এমপিও শিক্ষা প্রতিষ্ঠান শিক্ষক কর্মচারী পরিষদ মেহেরপুর জেলা শাখা আয়োজিত মানববন্ধন আজ বুধবার (২৫ সেপ্টেম্বর) বেলা সাড়ে ১২ টার দিকে মেহেরপুর জেলা প্রশাসন কার্যালয় চত্বরে অনুষ্ঠিত হয়। পরে জেলা প্রশাসক বরাবর একটি স্মারকলিপি প্রদান করা হয়।

মানববন্ধনে বক্তব্য রাখেন, নন এমপিও শিক্ষা প্রতিষ্ঠান শিক্ষক কর্মচারী পরিষদ মেহেরপুর জেলা শাখার সভাপতি মোস্তাক আহমেদ, গাংনী উপজেলার সভাপতি মোঃ মাসুদুর রশিদ, মুজিবনগর উপজেলার সভাপতি বরকত উল্লাহ।

এসময় বক্তারা বলেন, বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের নেতৃত্বে ছাত্র-জনতার জুলাই-আগস্ট গণঅভ্যুত্থানে কর্তৃত্ববাদী সরকারের পতন হলে দেশে অন্তবর্তীকালীন সরকারের প্রধান উপদেষ্টা হিসেবে আপনি দায়িত্ব গ্রহণ করায় পতিত সরকারের চরম বৈষম্যের শিকার নন এমপিও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক কর্মচারীদের মনে আশার সঞ্চার হয়েছে। বিগত সরকারের দুঃশাসনের সময়ে নন এমপিও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোর এমপিওভুক্তর দাবিতে ঢাকায় আমরা শান্তিপূর্ণভাবে মানববন্ধন, অবস্থান ধর্মঘট, সংবাদ সম্মেলন, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে পদযাত্রা ও আমরণ অনশনের মতো অনেক কর্মসূচি গ্রহণ করেছি। যৌক্তিক ও ন্যায্য দাবি না মেনে বরং আমাদের উপর পিপার স্প্রে, জল কামান, লাঠি চার্জ, টিয়ারশেল নিক্ষেপ ও বিভিন্নভাবে অমানবিক নির্যাতন করা হয়েছে।

তারা আরো বলেন, আমাদের প্রত্যাশা-আপনি স্বীকৃতিপ্রাপ্ত সকল নন এমপিও শিক্ষা প্রতিষ্ঠান একযোগে এমপিওভুক্ত করে আমাদের যাবতীয় কষ্ট লাঘবের ব্যবস্থা করবেন। কষ্ট লাঘব হলে চিন্তামুক্ত অবস্থায় শিক্ষার্থীদেরকে দক্ষ জনসম্পদ ও উদ্যোক্তা তৈরির প্রয়াসে আমরা কাজ করার দৃঢ় প্রত্যয় ব্যক্ত করছি। দেশের চলমান সকল নন এমপিও

শিক্ষা প্রতিষ্ঠান একযোগে এমপিওভুক্ত হলে আমরা বৈষম্যহীন মানবিক বাংলাদেশ গঠনে অগ্রণী ভূমিকা রাখার অঙ্গীকার করছি।

মানববন্ধনে এছাড়াও নন এমপিও শিক্ষা প্রতিষ্ঠান শিক্ষক কর্মচারী পরিষদ মেহেরপুর জেলা শাখার সহ-সভাপতি মাসুদুর রহমান, উপদেষ্টা ইয়ারুল ইসলাম, গাংনী উপজেলার সাধারণ সম্পাদক আব্দুস সালাম, মুজিবনগর উপজেলার সাধারণ সম্পাদক মোহা: নুরুল ইসলাম প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

প্রধান উপদেষ্টার সঙ্গে জাতিসংঘ মহাসচিবের বৈঠক বৃহস্পতিবার

বাংলাদেশের অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টা অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ ইউনূসের সঙ্গে জাতিসংঘ মহাসচিব অ্যান্তোনিও গুতেরেসের বৈঠক আগামীকাল বৃহস্পতিবার (২৬ সেপ্টেম্বর) স্থানীয় সময় দুপুর ২টা ১৫ মিনিটে জাতিসংঘ সচিবালয়ে অনুষ্ঠিত হবে।

এ বৈঠকটি জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদের অধিবেশনের ফাঁকে অনুষ্ঠিত হবে। প্রধান উপদেষ্টার নির্ধারিত কর্মসূচিতে বিষয়টি অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

ড. মুহাম্মদ ইউনূস বর্তমানে জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদের অধিবেশনের অংশ হিসেবে বিভিন্ন বিশ্বনেতাদের সঙ্গে বৈঠক করছেন। ইতোমধ্যে তিনি মার্কিন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেনের সঙ্গে একটি দ্বিপক্ষীয় বৈঠক করেছেন। মঙ্গলবার (২৪ সেপ্টেম্বর) নিউইয়র্কের স্থানীয় সময় বেলা ১১টায় জাতিসংঘ সদর দপ্তরে উভয় নেতা সাক্ষাৎ করেন। বৈঠক সংক্রান্ত বিষয়গুলো নিয়ে হোয়াইট হাউস একটি বিবৃতি প্রকাশ করেছে।

বিবৃতিতে উল্লেখ করা হয়েছে, ‘বাংলাদেশের অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান হিসেবে সাম্প্রতিক নিয়োগের জন্য অধ্যাপক ইউনূসকে

অভিনন্দন জানান মার্কিন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন। দুই নেতা যুক্তরাষ্ট্র এবং বাংলাদেশের মধ্যে ঘনিষ্ঠ সহযোগিতার বিষয়টি নিশ্চিত করেন, যা পরস্পরের গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ এবং জনগণের মধ্যে দৃঢ় সম্পর্কের ওপর ভিত্তি করে। প্রেসিডেন্ট বাইডেন দুই সরকারের মধ্যে আরও সহযোগিতাকে স্বাগত জানান এবং বাংলাদেশে চলমান সংস্কার কার্যক্রমে মার্কিন সমর্থন অব্যাহত রাখার কথা নিশ্চিত করেন।’

পড়ুন.. https://www.meherpurpratidin.com/গান-গেয়ে-গেয়ে-যুবককে/‎

এছাড়া, জাতিসংঘ সদর দপ্তরে ইতালির প্রধানমন্ত্রী জর্জিয়া মেলোনি এবং পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী শেহবাজ শরিফের সঙ্গে পৃথক বৈঠক করেছেন প্রধান উপদেষ্টা অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ ইউনূস। তিনি আইএমএফের ব্যবস্থাপনা পরিচালক ক্রিস্টালিনা জর্জিয়েভা সহ অন্যান্য নেতাদের সঙ্গেও সাক্ষাৎ করেছেন।

সুত্রঃ কালবেলা